দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশ ও বিশ্বসভ্যতা

বিষয়–সংক্ষেপ

প্রায় ২৪০০ বছর আগে বগুড়া শহর থেকে ১৩ কিলোমিটার উত্তরে করতোয়া নদীর তীরে গড়ে উঠেছে মহাস্থানগড়। নগরটি ছিল ধন–সম্পদে পরিপূর্ণ। প্রত্নতাত্ত্বিক আলেকজান্ডার কানিংহাম ১৮৭৯ সালে মহাস্থানগড় জরিপ করে অনুমান করেন এ নগরীর অবস্থান। প্রত্নতাত্ত্বিক খননকাজের মাধ্যমে আবিষ্কৃত হয় মহাস্থানগড় (পুণ্ড্রনগর)।

বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

■ বিষয়ক্রম অনুযায়ী বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

➲ পাঠ-১ : ভারত উপমহাদেশের নগর সভ্যতা

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. ভারত উপমহাদেশে সবচেয়ে পুরনো সভ্যতা কোনটি?(জ্ঞান)
● সিন্ধু L মিশরীয় M মেসোপটেমীয়N পারসীয়

২. কখন সিন্ধু সভ্যতা গড়ে ওঠে? (জ্ঞান)
● খ্রিস্টপূর্ব ২৭০০ অব্দে L খ্রিস্টপূর্ব ২৭৫০ অব্দে
M খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ অব্দে N খ্রিস্টপূর্ব ১৭০০ অব্দে

৩. সিন্ধু সভ্যতা কোন সভ্যতা নামে পরিচিত? (জ্ঞান)
K মিশরীয় ● হরপ্পা
M মহেঞ্জোদারো N অমরাবতী

৪. সিন্ধুর প্রথম নগর সভ্যতা কোন উপমহাদেশে অবস্থিত ছিল? (জ্ঞান)
K ইউরোপ L আফ্রিকা
● ভারত N বৃটেন

৫. সিন্ধু সভ্যতার নগরগুলোতে কী দেখা যায়? (অনুধাবন)
K অনুন্নত নগর পরিকল্পনা ● উন্নত নগর পরিকল্পনা
M বিশৃঙ্খলাপূর্ণ নগর N একতাবদ্ধ নগরসভ্যতা

৬. কোথায় একটি গোসলখানা আবিষ্কৃত হয়েছে? (জ্ঞান)
K হরপ্পাতে L চন্দ্রকেতুগড়ে
● মহেঞ্জোদারোতে N অমরাবতীতে

৭. কোথায় বিশাল শস্যাগার পাওয়া গেছে? (জ্ঞান)
● হরপ্পাতে L মহেঞ্জোদারোতে
M অমরাবতীতে N চন্দ্রকেতুগড়ে

৮. নগরে রাস্তা, রাস্তার পাশে ডাস্টবিন, সড়ক বাতি, পানি নেমে যাওয়ার জন্য ড্রেন সবই ছিল একেবারে সাজানো। এটি কোন সভ্যতার নগরসভ্যতা?(উচ্চতর দক্ষতা)
● সিন্ধু L মিশরীয়
M বিদিশা N পাটালিপুত্র

৯. কোন সভ্যতায় পোড়ামাটির মূর্তি পাওয়া গেছে? (জ্ঞান)
K মিশরীয় L মেসোপটেমীয়
M পুণ্ড্র ● সিন্ধু

১০. কখন সিন্ধু সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যায়? (জ্ঞান)
● ১৭০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে L ১৭৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে
M ২৭০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে N ৩০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে

১১. কখন দ্বিতীয় নগর সভ্যতা গড়ে ওঠে? (জ্ঞান)
● ৭০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে L ১৭০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে
M ২৭০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে N ৩০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে

১২. কতটি স্থানে দ্বিতীয় নগর সভ্যতার চিহ্ন আবিষ্কৃত হয়েছে?(জ্ঞান)
K ৩১ ● ৪১ M ৫১ N ৬১

১৩. জাহিদ সাহেবের বাড়ি সিন্ধু সভ্যতা অঞ্চলে অবস্থিত। সেখানে প্রাচীন কোন নগর সভ্যতা গড়ে উঠেছিল? (উচ্চতর দক্ষতা)
● মহেঞ্জোদারো L হরপ্পা
M মেসোপটেমীয় N পারস্য

১৪. সিন্ধু সভ্যতায় রাস্তার দু'ধারে সারিবদ্ধ ল্যাম্পোস্ট ছিল। এতে সভ্যতাটির কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে? (প্রয়োগ)
K পরিষ্কার–পরিচ্ছন্নতা ● সুপরিকল্পিত নগর ব্যবস্থা
M সমৃদ্ধশালী রাজ্য N শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৫. **সিন্ধু সভ্যতার বড় দুটি নগর ছিল–** (অনুধাবন)

i. হরপ্পা ii. মহেঞ্জোদারো

iii. পুণ্ড্র

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii L i ও iii M ii ও iii N i, ii ও iii

১৬. **নগরের প্রত্যেক বাড়িতে ছিল–** (অনুধাবন)

i. কুয়া ii. টিউবওয়েল iii. ছোট ড্রেন

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii ● i ও iii M ii ও iii N i, ii ও iii

১৭. **সিন্ধু সভ্যতায় পাওয়া গেছে–** (অনুধাবন)

i. চুনাপাথর ii. ব্রোঞ্জের মূর্তি

iii. অসংখ্য সিল

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L i ও iii M ii ও iii ● i, ii ও iii

১৮. **সিন্ধু সভ্যতায় ছিল–** (অনুধাবন)

i. সম্পদ ii. আন্তঃবাণিজ্য iii. বহির্বাণিজ্য

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L i ও iii ● ii ও iii N i, ii ও iii

১৯. **দ্বিতীয় নগর সভ্যতার নিদর্শন হলো–** (অনুধাবন)

i. উয়ারী–বটেশ্বর ii. মহাস্থানগড়

iii. সোমপুর বিহার

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii L i ও iii M ii ও iii N i, ii ও iii

২০. **মহেঞ্জোদারো নগরের আবিষ্কৃত গোসলখানা আধুনিক যে বিষয়টিতে প্রভাব ফেলে–** (উচ্চতর দক্ষতা)

i. সুইমিংপুল ii. গোসলখানা

iii. কূপ

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii L i ও iii M ii ও iii N i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২১, ২২ ও ২৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

অপু দাদার সঙ্গে রসুলপুর গ্রামে গিয়ে দেখল, রাস্তাঘাটগুলো পরিকল্পনা অনুযায়ী তৈরি। রাস্তাগুলো পাকা ও বাতির ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়া সেখানে পানি নিষ্কাশনেরও সুবিধা রাখা হয়েছে।

২১. **অনুচ্ছেদের ঘটনাটিতে কোন সভ্যতার ইঙ্গিত পাওয়া যায়?** (প্রয়োগ)

K রোমান ● সিন্ধু M সুমেরীয় N হিব্রু

২২. **রসুলপুর গ্রামের সাদৃশ্য পাওয়া যায়–** (প্রয়োগ)

i. হরপ্পায় ii. লারকানায় iii. মহেঞ্জোদারোতে

নিচের কোনটি সঠিক?

K i L i ও ii ● i ও iii N ii ও iii

২৩. **অনুচ্ছেদের রসুলপুর গ্রামের মতো পৃথিবীর অধিকাংশ নগর সভ্যতা নদীর তীরে গড়ে ওঠার কারণ–** (উচ্চতর দক্ষতা)

i. নদী থাকায় কৃষিকাজে সুবিধা হয়

ii. ব্যবসা–বাণিজ্যের মালামাল পরিবহনে নদী ভূমিকা রাখে

iii. সহজ যাতায়াতের ক্ষেত্রে নদীপথ গুরুত্বপূর্ণ

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L i ও iii M ii ও iii ● i, ii ও iii

➲ পাঠ-২ : উয়ারী-বটেশ্বর

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৪. **উয়ারী–বটেশ্বর কোন জেলায় অবস্থিত?** (জ্ঞান)

K ফেনী L চট্টগ্রাম

M কুমিল্লা ● নরসিংদী

২৫. **উয়ারী–বটেশ্বর কোন উপজেলায় অবস্থিত?** (জ্ঞান)

K কালীগঞ্জ L মহেশপুর ● বেলাব N হরিণাকুন্ড

২৬. **উয়ারী–বটেশ্বর কয়টি গ্রামের বর্তমান নাম?** (জ্ঞান)

● ২ L ৩ M ৪ N ৫

২৭. **উয়ারী–বটেশ্বরে ছাপাঙ্কিত রৌপ্যমুদ্রা এবং নয়নাভিরাম বাটখারা আবিষ্কৃত হয়। এটি কীসের পরিচায়ক?** (প্রয়োগ)

● বাণিজ্যের L কৃষির

M প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের N বিলাসিতার

২৮. **উয়ারী–বটেশ্বরে প্রতি বছর খননকার্যের ফলে আবিষ্কৃত হচ্ছে অমূল্য প্রত্নবস্তু। এর প্রভাবক কী?** (উচ্চতর দক্ষতা)

● সমৃদ্ধ হচ্ছে বাংলাদেশের সভ্যতার ইতিহাস

L সমৃদ্ধ হচ্ছে জাতীয় জাদুঘরে দর্শনীয় বস্তু

M সমৃদ্ধ হচ্ছে পিকনিক স্পট

N সমৃদ্ধ হচ্ছে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন

২৯. **উয়ারী–বটেশ্বর কোন নদীর তীরে অবস্থিত?** (জ্ঞান)

K পদ্মা L মেঘনা

M যমুনা ● বঙ্গপুত্র

৩০. **উয়ারী–বটেশ্বরে কত বছরের সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে?** (অনুধাবন)

K দেড় হাজার L দুই হাজার

● আড়াই হাজার N তিন হাজার

৩১. উয়ারা–বটেশ্বর কী ছিল? (জ্ঞান)

K প্রতিষ্ঠান L স্থলবন্দর M সমুদ্রবন্দর ● নদীবন্দর

৩২. কোথায় অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল? (অনুধাবন)

● উয়ারী–বটেশ্বর L মহাস্থানগড়

M পাহাড়পুর N ময়নামতি

৩৩. রোলেটেড মৃৎপাত্র কোথায় আবিষ্কৃত হয়েছে? (অনুধাবন)

K মহাস্থানগড় ● উয়ারী–বটেশ্বর

M পাহাড়পুর N চন্দ্রদ্বীপ

৩৪. কোন এলাকার সঙ্গে উয়ারী–বটেশ্বরের বাণিজ্যিক সম্পর্ক রয়েছে?(অনুধাবন)

K ভারত মহাসাগর L কৃষ্ণসাগর

● ভূমধ্যসাগর N আরব সাগর

৩৫. মাসুদ নরসিংদী বেড়াতে গেলে কোন প্রত্নস্থানটি দেখতে পাবে?(প্রয়োগ)

K মহাস্থানগড় ● উয়ারী–বটেশ্বর

M পাহাড়পুর N ময়নামতি

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৩৬. উয়ারা–বটেশ্বরের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে– (অনুধাবন)

i. ব্রহ্মপুত্র নদ ii. আড়িয়াল খাঁ

iii. কয়রা

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L i ও iii M ii ও iii ● i, ii ও iii

৩৭. বাংলাদেশে প্রস্তর যুগের নিদর্শন পাওয়া গেছে– (অনুধাবন)

i. সীতাকুণ্ডে ii. লালমাইয়ে

iii. উয়ারা–বটেশ্বরে

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L i ও iii M ii ও iii ● i, ii ও iii

৩৮. উয়ারী–বটেশ্বরে আবিষ্কৃত হয়েছে– (অনুধাবন)

i. ধাতব অলংকার ii. মূল্যবান পাথর

iii. কাঁচের পুঁতি

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L i ও iii M ii ও iii ● i, ii ও iii

৩৯. স্থল–মূল্যবান পাথর, চুন–সুরকির রাস্তা একটি সমৃদ্ধ নগর সভ্যতার পরিচয় বহন করে, তা কোনটিকে নির্দেশ করে?(অনুধাবন)

i. মিশরের পিরামিড ii. মহাস্থানগড়

iii. উয়ারী–বটেশ্বর

নিচের কোনটি সঠিক?

K i L i ও iii ● iii N i, ii ও iii

৪০. পৃথিবীর অধিকাংশ নগর সভ্যতা নদীর তীরে গড়ে ওঠার কারণ–(উচ্চতর দক্ষতা)

i. নদী তীরবর্তী উর্বর মাটিতে ফসল ভালো হয়

ii. ব্যবসা–বাণিজ্যের যোগাযোগে নদী বড় ভূমিকা রাখে

iii. নদী ও নগরজীবন পরিপূরক

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii L i ও iii

M ii ও iii N i, ii ও iii

৪১. উয়ারী–বটেশ্বরে আবিষ্কৃত মৃৎপাত্র, পাথর ও কাচের পুঁতিতে ফুটে উঠেছে– (উচ্চতর দক্ষতা)

i. চিত্রশিল্প ii. উন্নত শিল্পবোধ

iii. দর্শনের উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L i ও iii

M ii ও iii ● i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪২ ও ৪৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

চিত্রশিল্পী সাদ্দাম বাংলাদেশের প্রাচীনতম চিত্রশিল্প দেখে অবিভূত হলেন। যা শুধু নান্দনিকই নয় শিল্পবোধ ও দর্শনের ক্ষেত্রে সমধিক প্রশংসিত।

৪২. চিত্রশিল্পী সাদ্দাম কোথাকার চিত্রশিল্প দেখেছিল? (প্রয়োগ)

K পাহাড়পুর L ময়নামতি

M মহাস্থানগড় ● উয়ারী–বটেশ্বর

৪৩. উক্ত স্থানে চিত্র শিল্পে ফুটে উঠতে দেখা যায়–(উচ্চতর দক্ষতা)

i. কাগজে ii. মৃৎপাত্রে

iii. পাথর ও কাচের পুঁতিতে

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L i ও iii ● ii ও iii N i, ii ও iii

➲ পাঠ-৩ : মহাস্থানগড় (পুণ্ড্রনগর)

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৪৪. আজ থেকে কত বছর আগে মহাস্থানগড়ের জন্ম? (জ্ঞান)

K ২২০০ L ২৩০০ M ২৪০০ ● ২৫০০

৪৫. মহাস্থানগড় বগুড়া শহর থেকে কত কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত?(জ্ঞান)

K ১১ L ১২ ● ১৩ N ১৪

৪৬. কোন নদীর তীরে মহাস্থানগড় গড়ে উঠেছে? (জ্ঞান)
K পদ্মা L মেঘনা M সুরমা ● করতোয়া

৪৭. শিক্ষক ক্লাসে একটি প্রাচীন নগরের কথা বলছিলেন, সেটি ছিল ধন-সম্পদে পরিপূর্ণ। শিক্ষক কোন নগরের কথা বলছিলেন? (প্রয়োগ)
K সমতট ● পুণ্ড্রনগর M হরিকেল N চন্দ্রদ্বীপ

৪৮. পুণ্ড্রনগর কীসের দ্বারা সুরক্ষিত ছিল? (অনুধাবন)
K অস্ত্র L সৈন্য M কাঁচ ● দুর্গপ্রাচীর ও পরিখা

৪৯. পুণ্ড্রনগর ধ্বংস হয়ে কীসে পরিণত হয়? (জ্ঞান)
K পাহাড়ে L সাগরে M হ্রদে ● টিলা ও জঙ্গলে

৫০. কে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনা করতেন? (জ্ঞান)
● ফকির মজনু শাহ L লালন শাহ
M পাগলা কানাই N হাসন রাজা

৫১. কোন প্রত্নতাত্ত্বিক মহাস্থানগড় জরিপ করেন? (জ্ঞান)
K হিউয়েন সাঙ ● আলেকজান্ডার কানিংহাম
M ফকির মজনু শাহ N লালন শাহ

৫২. কত সালে মহাস্থানগড় জরিপ করা হয়? (জ্ঞান)
K ১৮৫৯ L ১৮৬৯ ● ১৮৭৯ N ১৮৮৯

৫৩. পুণ্ড্রনগরের দুর্গপ্রাচীর কত মিটার উঁচু ছিল? (জ্ঞান)
K ৫-৭ L ৫-৮ M ৫-৯ ● ৫-১০

৫৪. কোন সম্রাট পুণ্ড্রনগর পর্যন্ত তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তার করেন? (জ্ঞান)
K সম্রাট গোপাল ● সম্রাট অশোক
M সম্রাট আকবর N শশাঙ্ক

৫৫. পুণ্ড্রনগরের দুর্ভিক্ষের কথা কীসে লিপিবদ্ধ আছে? (জ্ঞান)
K কাগজে L দলিলে M শিলালিপিতে ● ব্রাহ্মী লিপিতে

৫৬. পুণ্ড্রনগর কোথাকার রাজধানী ছিল? (জ্ঞান)
K গৌড়ের ● পুণ্ড্রবর্ধনের M সমতটের N রাঢ়ের

৫৭. হিউয়েন সাঙ কয়টি বৌদ্ধবিহার দেখেছিলেন? (জ্ঞান)
● ২০ L ৩০ M ৪০ N ৫০

৫৮. হিউয়েন সাঙ কয়টি ব্রাহ্মণ্য মন্দির দেখেছিলেন? (জ্ঞান)
K ৫০ ● ১০০ M ১৫০ N ২০০

৫৯. ব্রাহ্মী লিপিতে পুণ্ড্রনগরের দুর্ভিক্ষের সময় প্রজাদের শস্য ও অর্থ দিয়ে সাহায্যের আদেশ লিপিবদ্ধ আছে। এ লিপির অনুমিত ব্যক্তির পরিচয় কী? (উচ্চতর দক্ষতা)
● সম্রাট অশোক L সম্রাট জরাস্ট্রার
M সম্রাট সিজার N হারকিডিস

৬০. প্রাচীন বৌদ্ধবিহারগুলোকে আধুনিককালের কীসের সঙ্গে তুলনা করা যায়? (জ্ঞান)
K স্কুল L কলেজ
M বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ● আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়

৬১. গোবিন্দ ভিটা কোথায় অবস্থিত? (অনুধাবন)
K নওগাঁ L কুমিল্লা ● বগুড়া N দিনাজপুর

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৬২. পুণ্ড্রনগর খননের ফলে আবিষ্কৃত হতে থাকে- (অনুধাবন)
i. অলংকার ii. মুদ্রা iii. পোড়ামাটির শিল্পকর্ম
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii ● i ও iii M ii ও iii N i, ii ও iii

৬৩. পুণ্ড্রনগরে দুর্ভিক্ষের সময় প্রজাদের সাহায্য করার কথা বলা হয়েছে- (অনুধাবন)
i. শস্য দিয়ে ii. অর্থ দিয়ে iii. সান্ত্বনা দিয়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii L i ও iii M ii ও iii N i, ii ও iii

৬৪. পুণ্ড্রনগরের সঙ্গে ভারত উপমহাদেশের যোগাযোগ ছিল- (অনুধাবন)
i. বাণিজ্যিক কারণে ii. রাজনৈতিক কারণে
iii. সাংস্কৃতিক কারণে
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii ● i ও iii M ii ও iii N i, ii ও iii

৬৫. পুণ্ড্রনগরের সঙ্গে অনেক নগর বন্দরের যোগাযোগ ছিল। এর প্রকৃত কারণ- (প্রয়োগ)
i. বাণিজ্যিক ii. সাংস্কৃতিক iii. অর্থনৈতিক
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii M ii ও iii ● i, ii ও iii

৬৬. পুণ্ড্রনগর এলাকায় ঘনবসতি ছিল। কারণ- (অনুধাবন)
i. উর্বর ভূমি ii. করতোয়া নদী
iii. আর্থিক সমৃদ্ধি
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii L i ও iii M ii ও iii N i, ii ও iii

৬৭. হিউয়েন সাঙ ছিলেন- (অনুধাবন)
i. চৈনিক পরিব্রাজক ii. ধর্মযাজক
iii. কবি
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii L i ও iii M ii ও iii N i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৬৮ ও ৬৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

সুলভ সাহা বাংলাদেশের করতোয়া নদীর তীরে গড়ে ওঠা একটি প্রাচীন স্থাপত্য নিদর্শন দেখতে যায়। যেটি ছিল ধন-সম্পদে পরিপূর্ণ এবং এটি দুর্গপ্রাচীর ও পরিখা দ্বারা সুরক্ষিত ছিল।

৬৮. সুলভ সাহার দেখা প্রাচীন স্থাপত্য নিদর্শনটির নাম কী? (প্রয়োগ)

● মহাস্থানগড় L পাহাড়পুর
M ময়নামতি N চন্দ্রদ্বীপ

৬৯. অনুচ্ছেদ উল্লিখিত স্থাপত্য নিদর্শনটি খনন করে আবিষ্কৃত হয়- (অনুধাবন)

i. ঘরবাড়ি ii. অলংকার
iii. পোড়ামাটির শিল্পকর্ম

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L i ও iii M ii ও iii ● i, ii ও iii

➲ পাঠ-৪ ও ৫ : প্রাচীন বিশ্বসভ্যতা

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৭০. মিশরীয় সভ্যতা কত বছর পূর্বে গড়ে উঠেছিল? (জ্ঞান)

K ১০০০ বছর L ৩০০০ বছর
● ৫০০০ বছর N ৭০০০ বছর

৭১. শিক্ষক ক্লাসে ৫০০০ বছর পূর্বে গড়ে উঠা একটি সভ্যতার কথা বলেছেন। সেটি কোন নদীর তীরে গড়ে উঠেছিল? (প্রয়োগ)

K টাইগ্রিস ● নীল
M আমাজন N হোয়াংহো

৭২. মিশরের রাজাদের কী বলা হতো? (জ্ঞান)

K সুলতান ● ফারাও M অধিপতি N সম্রাট

৭৩. আধুনিক বিশ্ব পাথর ও ব্রোঞ্জের মূর্তি তৈরিতে খুব এগিয়ে। এটি মূলত কোন সভ্যতার ফল? (উচ্চতর দক্ষতা)

K রোমান L মেসোপটেমিয়
M পারস্য ● মিশরীয়

৭৪. মিশরীয়রা বিশ্বাস করতেন মৃত্যুর পর তাদের রাজা হবেন- (অনুধাবন)

● ফারাওরা L সুলতানরা
M প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণ N মন্ত্রীগণ

৭৫. মমি তৈরি করার কৌশল আবিষ্কার করেন কারা? (জ্ঞান)

K রোমান বিজ্ঞানীরা L গ্রীক বিজ্ঞানীরা
● মিশরীয় বিজ্ঞানীরা N সুমেরীয় বিজ্ঞানীরা

৭৬. মিশরের সকল গুরুত্বপূর্ণ অবদানের রহস্য কীসের সাথে জড়িত? (অনুধাবন)

K দালানকোঠার L স্থাপত্য শিল্পের
● পিরামিডের
N রাজকীয় বাড়ির

৭৭. 'A' সভ্যতা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। 'A' সভ্যতা বলতে কোন সভ্যতার নির্দেশ করা হয়েছে? (প্রয়োগ)

K মেসোপটেমীয় L সিন্ধু
● রোমান N চীনা

৭৮. মিশরীয়রা মমি সংরক্ষণের জন্য কী তৈরি করত? (জ্ঞান)

K ঘর L প্রাসাদ M অট্টালিকা ● পিরামিড

৭৯. ছবির মতো দেখতে এক ধরনের বিশেষ লিপির উদ্ভাবন করেছিল মিশরীয়রা। সেটি কী? (প্রয়োগ)

K ল্যাটিন L গ্রীক
● হায়ারোগ্লিফিক N স্প্যানিশ

৮০. 'মেসোপটেমীয়' শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)

K নদীর কিনারা ● দুই নদীর মধ্যবর্তী ভূমি
M নদীর স্রোত N নদীর গভীরতা

৮১. প্রাচীন ব্যবিলনীয় সভ্যতা কোন সভ্যতার সময় বিকশিত হয়েছিল? (অনুধাবন)

K গ্রীক সভ্যতা L রোমান
M চীন ● মেসোপটেমীয়

৮২. মেসোপটেমীয় সভ্যতা গড়ে উঠে কখন? (জ্ঞান)

● খ্রিস্টপূর্ব ৪০০০ অব্দে L খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ অব্দে
M খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ অব্দে N খ্রিস্টপূর্ব ১০০০ অব্দে

৮৩. মেসোপটেমীয় সভ্যতার সময় চমৎকার ধর্মমন্দির তৈরি হতো, এদেরকে কী বলা হতো? (জ্ঞান)

● জিগুরাত L প্যাগোডা
M চার্চ N পবিত্র ঘর

৮৪. রাজা হাম্মুরাবি কীসের সংকলন তৈরি করেন? (জ্ঞান)

K কবিতার L ধর্মীয় গ্রন্থের
● আইনের N গল্পগ্রন্থের

৮৫. ইতিহাস বিখ্যাত ব্যাবিলনের শূন্য উদ্যান কোন সভ্যতার নিদর্শন? (জ্ঞান)

K রোমান ● মেসোপটেমীয়
M গ্রীক N পারস্য

৮৬. চীন সভ্যতা গড়ে উঠেছিল? (জ্ঞান)

● খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ অব্দে L খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ অব্দে
M খ্রিস্টপূর্ব ৪০০০ অব্দে N খ্রিস্টপূর্ব ৫০০০ অব্দে

৮৭. শক্তিশালী কৃষিব্যবস্থা গড়ে তোলে কারা? (জ্ঞান)
K মিশরীয়রা L ফরাসিরা
● চীনারা N জাপানিরা

৮৮. চীন সভ্যতার একটি বিস্ময়কর স্থাপত্য শিল্প রয়েছে যা তারা শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তৈরি করে। সেটি কী? (প্রয়োগ)
K বৌদ্ধ বিহার L সীমানা পিলার
● মহাপ্রাচীর N ধর্মমন্দির

৮৯. পারসীয় সভ্যতা গড়ে উঠে কত অব্দে? (জ্ঞান)
K খ্রিস্টপূর্ব ৩০০ L খ্রিস্টপূর্ব ৪০০
M খ্রিস্টপূর্ব ৫০০ ● খ্রিস্টপূর্ব ৬০০

৯০. কোন সম্রাট পারসীয় সভ্যতা বিকাশে ভূমিকা রেখেছেন? (অনুধাবন)
● দারিয়ুস L ফারাও M শাং N বৌ

৯১. বাংলাদেশে প্রশাসনিক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য দক্ষ প্রশাসনিক কাঠামো রয়েছে। এই ব্যবস্থাটি কোন সভ্যতার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? (প্রয়োগ)
K মিশরীয় L রোমান M গ্রীক ● পারসীয়

৯২. কোন সভ্যতার সময় প্রথম ডাক ব্যবস্থা চালু হয়? (জ্ঞান)
K চীনা L গ্রীক M মেসোপটেমীয় ● পারসীয়

৯৩. পারসীয় সভ্যতায় প্রথম একেশ্বরবাদী ধর্ম প্রচার করেছিলেন এক ধর্ম প্রচারক। তার নাম কী? (প্রয়োগ)
K গৌতম বুদ্ধ ● জরাস্ট্রার
M মহাবীর বর্ধমান N দারিয়ুস

৯৪. পারসীয় সভ্যতায় ডাক বিভাগের কার্যক্রম পরিচালিত হতো কীসের মাধ্যমে? (অনুধাবন)
K যানবাহনে L নৌকাযোগে
● দ্রুত ঘোড়া চালিয়ে N বিমানযোগে

৯৫. প্রথম গণতন্ত্র গড়ে উঠেছিল কোথায়? (জ্ঞান)
K ফ্রান্সে L ইতালিতে
M রোমে ● গ্রিসে

৯৬. মিশরীয়রা যত্নসহকারে ফারাওদের মৃতদেহ সংরক্ষণ করত। এটি তাদের কোন বিশ্বাসের ফল? (উচ্চতর দক্ষতা)
● পুনরুত্থান L পরকাল
M হিসাবনিকাশ N জীবিত হওয়া

৯৭. ছবির মতো দেখতে সুন্দর এক ধরনের লিপির উদ্ভাবন করতে পেরেছিল মিশরীয়রা। একে কী বলা হয়? (প্রয়োগ)
K লিপি L মমি M পিরামিড ● হায়ারোগ্লিফিক

৯৮. গ্রিক সভ্যতা গড়ে উঠেছিল কখন? (জ্ঞান)
K খ্রিস্টপূর্ব ৭০০ অব্দে ● খ্রিস্টপূর্ব ৮০০ অব্দে
M খ্রিস্টপূর্ব ৯০০ অব্দে N খ্রিস্টপূর্ব ৩০০ অব্দে

৯৯. দর্শন ও বিজ্ঞানে গ্রিসের কোন নগর রাষ্ট্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে? (অনুধাবন)
K স্পার্টা ● এথেন্স M মাল্টা N বিজু

১০০. ভারত পৃথিবীর সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এই ধারণা কোন সভ্যতা থেকে প্রাপ্ত? (প্রয়োগ)
K রোমান L মিশরীয় ● গ্রিক N পারসীয়

১০১. সামরিকতন্ত্র প্রচলিত ছিল কোথায়? (জ্ঞান)
● স্পার্টায় L জেনেভায় M এথেন্সে N রোমে

১০২. জুলিয়াস সিজার কোন সভ্যতার বিখ্যাত সম্রাট? (জ্ঞান)
K গ্রিক L মিশরীয় ● রোমান N মেসোপটেমীয়

১০৩. কোনটি তৈরির কারণে বিশ্বে রোমানদের খ্যাতি অর্জিত হয়? (অনুধাবন)
K ধর্মমন্দির ● পাথরের মূর্তি
M হস্তশিল্প N স্থাপত্য নির্মাণ

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১০৪. প্রাচীন বিশ্বসভ্যতাসমূহ গড়ে উঠেছিল? (অনুধাবন)
i. এশিয়া মহাদেশে ii. ইউরোপ মহাদেশে
iii. আফ্রিকা মহাদেশে
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii ● i ও iii M ii ও iii N i, ii ও iii

১০৫. মেসোপটেমিয়া সভ্যতা গড়ে উঠেছিল– (অনুধাবন)
i. টাইগ্রিস নদীর তীরে ii. ইউফ্রেটিস নদীর তীরে
iii. হোয়াংহো নদীর তীরে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii L i ও iii M ii ও iii N i, ii ও iii

১০৬. যে নদীর তীরে চীন সভ্যতা গড়ে উঠেছিল– (অনুধাবন)
i. টাইগ্রিস ii. হোয়াংহো iii. ইয়াংসিকিয়াং
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii M i ও iii ● ii ও iii N i, ii ও iii

১০৭. সভ্যতা বিকাশে পারসীয়দের গুরুত্বপূর্ণ দুটি অবদান হলো– (অনুধাবন)
i. দক্ষ প্রশাসনিক কাঠামো ii. গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা
iii. বিশেষ ধর্মীয় কাঠামো
নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii ● i ও iii M ii ও iii N i, ii ও iii

১০৮. ইউরোপে যে দুটি নগরসভ্যতা গড়ে উঠে তা হলো–(অনুধাবন)

i. গ্রীস ii. রোম iii. ফ্রান্স

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii L i ও iii M ii ও iii N i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১০৯ ও ১১০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

ম্যান্ডেলা আফ্রিকার ক্ষমতায় এসে নাগরিকদের প্রায় সব রাজনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করেন। প্রশাসন, আইন ও বিচারকার্যে নাগরিকদের অবাধ অংশগ্রহণের ব্যবস্থা নেন।

১০৯. অনুচ্ছেদটি প্রাচীন কোন সভ্যতার বৈশিষ্ট্য বহন করে?(প্রয়োগ)

K মিশরীয় L সিন্ধু ● গ্রিক N রোমান

১১০. উক্ত সভ্যতার প্রশংসনীয় দিক–

(উচ্চতর দক্ষতা)

i. অভিজাততন্ত্র ii. গণতন্ত্র iii. সাম্যতা

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii L i ও iii ● ii ও iii N i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

১ ভারত উপমহাদেশের নগর সভ্যতা

জয়া সম্প্রতি তার মামার সাথে 'ক' শহরে বেড়াতে যায়। এ শহরের বড় বড় রাস্তা, দালানকোঠা, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা দেখে সে মুগ্ধ হয়। রাতে রাস্তার দুইধারে সোডিয়াম লাইট দেখে সে অবাক হয়। মামার সাথে বাজারে গিয়ে সে আরও দেখল মানুষ দ্রব্যের ওজন ও পরিমাপে উন্নত পদ্ধতি ব্যবহার করছে। তার দেখা এ পরিকল্পিত নগরির স্মৃতি তার হৃদয়ে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

ক. রোমান সভ্যতা কীসের ওপর নির্ভরশীল ছিল? ১

খ. হায়ারোগ্লিফিক বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে জয়ার দেখা 'ক' শহরের সাথে পাঠ্যপুস্তকের কোন নগর সভ্যতার সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত নগর সভ্যতাই কি ভারত উপমহাদেশের প্রথম নগর সভ্যতা? প্রমাণ কর। ৪

১

রোমান সভ্যতা বাণিজ্যের ওপর নির্ভরশীল ছিল।

'হায়ারোগ্লিফিক' অর্থ হলো পবিত্র অক্ষর। এটি ছিল মিশরীয়দের লিখন পদ্ধতি। নগর সভ্যতার বিকাশের পাশাপাশি মিশরীয় লিখন পদ্ধতির উত্তরণ ঘটে। পাঁচ হাজার বছর পূর্বে তারা সর্বপ্রথম ২৪টি ব্যঞ্জনবর্ণের বর্ণমালা আবিষ্কার করেন। ছবি এঁকে মনোভাব প্রকাশ করায় একে বলা হতো চিত্রলিপি যার অপর নাম 'হায়ারোগ্লিফিক'। এ লিপিগুলো ব্যবহার হতো ধর্মীয় বাণী এবং রাজার আদেশ প্রচারের জন্য।

উদ্দীপকে জয়ার দেখা 'ক' শহরের সাথে পাঠ্যপুস্তকের সিন্ধু সভ্যতার সাদৃশ্য রয়েছে। ভারত উপমহাদেশের সবচেয়ে পুরনো সভ্যতা হলো সিন্ধু সভ্যতা। এ সভ্যতা খ্রিস্টপূর্ব ২৭০০ অব্দে ভারত উপমহাদেশের সিন্ধু, সরস্তী, হাবারা ইত্যাদি নদ–নদীর উপত্যকায় গড়ে ওঠে। এ সভ্যতার বড় দুটি নগরের একটি হরপ্পা আর অন্যটি মহেঞ্জোদারো। সিন্ধু সভ্যতা হরপ্পা সভ্যতা নামেও পরিচিত। উদ্দীপকের 'ক' শহরের ন্যায় প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতায়ও উন্নত নগর পরিকল্পনা বিরাজমান ছিল। নগরের রাস্তা, রাস্তার পাশে ডাস্টবিন, সড়ক বাতি, পানি নেমে যাওয়ার জন্য ড্রেন সবকিছুই ছিল একেবারে সাজানো। একতলা–দোতলা ঘরবাড়িগুলোও ছিল পরিকল্পিতভাবে তৈরি। পত্যেক বাড়িতে পানির জন্য ছিল কুয়া। এছাড়া ছোট ড্রেন দিয়ে বাড়ির ময়লা পানি চলে যেত রাস্তার বড় ড্রেনে। সিন্ধু সভ্যতার মহেঞ্জোদারো নগরে আবিষ্কৃত হয়েছে একটি বিশাল গোসলখানা এবং হরপ্পাতে পাওয়া গেছে শস্য জমা রাখার জন্য বিশাল শস্যাগার। এছাড়াও সিন্ধু সভ্যতায় পাওয়া গেছে পোড়ামাটির মূর্তি, চুনাপাথর ও ব্রোঞ্জের মূর্তি। বিস্তৃত এ সভ্যতায় অসংখ্য সিল পাওয়া গেছে এবং এখানকার পাথরের বাটখারা ও পুঁতিগুলো ছিল খুবই আকর্ষণীয়। অতএব নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, উদ্দীপকের 'ক' শহর যেন সিন্ধু সভ্যতার নগর পরিকল্পনারই অনুরূপ।

হ্যাঁ, উক্ত নগর সভ্যতাই অর্থাৎ সিন্ধু সভ্যতাই হলো ভারত উপমহাদেশের প্রথম নগর সভ্যতা। পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতাগুলোর মধ্যে সিন্ধু সভ্যতা অন্যতম। এ সভ্যতা ২৭০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ভারত উপমহাদেশের সিন্ধু নদীর উপত্যকায় গড়ে ওঠে। সিন্ধু সভ্যতায় যেসব শহর আবিষ্কৃত হয়েছে, তার মধ্যে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো সবচেয়ে বড় শহর। সেখানকার ঘরবাড়িগুলো সবই পোড়ামাটি বা রোদে পোড়ানো ইট দিয়ে তৈরি। শহরগুলোর বাড়িঘরের নকশা থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, সিন্ধু সভ্যতার অধিবাসীরা উন্নত ধরনের নাগরিক সভ্যতায় অভ্যস্ত ছিল। ধীরে ধীরে সিন্ধু সভ্যতা থেকে নানা ধরনের প্রাচীন স্থাপত্য নিদর্শনও পাওয়া যায়। এছাড়াও সিন্ধু সভ্যতায় আন্তবাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল। কিন্তু ভারত উপমহাদেশের এই সমৃদ্ধ সভ্যতাটি ১৭০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের পর ধ্বংস হয়ে যায়। সিন্ধু সভ্যতা হারিয়ে যাওয়ার কোনো সুনির্দিষ্ট কারণ এখনও জানা

যায়নি। সিন্ধু সভ্যতার পর ভারত উপমহাদেশের কোথাও আর কোনো নগর সভ্যতা গড়ে ওঠেনি। তবে খ্রিষ্টপূর্ব ৭০০ অব্দে গঙ্গা নদীর উপত্যকায় আবার একটি নগর সভ্যতা বিকাশ লাভ করে। এ সভ্যতাকে দ্বিতীয় নগর সভ্যতা বলে আখ্যায়িত করা হয়। উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, সিন্ধু সভ্যতাই ভারত উপমহাদেশের প্রথম নগর সভ্যতা।

উয়ারী–বটেশ্বর

চিত্র–১

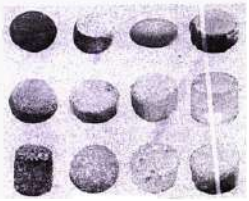

চিত্র–২

ক. গ্রিসের দুটি গুরুত্বপূর্ণ নগর রাষ্ট্রের নাম কী ছিল? ১

খ. সামরিক রাষ্ট্র স্পার্টার বর্ণনা দাও। ২

গ. চিত্রে প্রদর্শিত বস্তুগুলো কোন নগর সভ্যতার পরিচয় বহন করে? বর্ণনা কর। ৩

ঘ. চিত্রে প্রদর্শিত বস্তুগুলোই কি উক্ত নগর সভ্যতার একমাত্র নিদর্শন? মতামত প্রদান কর। ৪

গ্রিসের দুটি গুরুত্বপূর্ণ নগর রাষ্ট্রের নাম হলো এথেন্স ও স্পার্টা।

স্পার্টা ছিল অন্যান্য নগররাষ্ট্র থেকে আলাদা। স্পার্টানদের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সমরতন্ত্র দ্বারা তারা প্রভাবান্বিত ছিল। মানুষের উন্নতির দিকে নজর না দিয়ে সামরিক শক্তি সঞ্চয়ের দিকে তাদের দৃষ্টি ছিল বেশি। স্পার্টার সমাজ তৈরি হয়েছিল যুদ্ধের প্রয়োজনকে ঘিরে, সরকারের মূল উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধের জন্য নাগরিকদের প্রস্তুত করা ও যুদ্ধ পরিচালনা করা। সামরিক দিকে অত্যধিক মনোযোগ দেওয়ার কারণে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তারা ছিল অনগ্রসর।

চিত্রে প্রদর্শিত বস্তুগুলো উয়ারী–বটেশ্বরে গড়ে ওঠা নগর সভ্যতার পরিচয় বহন করে। উয়ারী–বটেশ্বর নরসিংদী জেলায় অবস্থিত। বেলাব উপজেলার দুইটি গ্রামের বর্তমান নাম হলো উয়ারী–বটেশ্বর। এটি প্রাচীন ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে অবস্থিত। আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগে নগর সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। উয়ারী–বটেশ্বর ছিল সেই নগর সভ্যতার নগর কেন্দ্র। চিত্রে প্রদর্শিত বস্তুগুলোর মতো উয়ারী–বটেশ্বরেও নানা ধরনের স্থাপত্য নিদর্শন পাওয়া যায়। তবে এই নগর সভ্যতা একদিন মাটির নিচে পড়ে ধ্বংস হয়ে যায়। ১৯৩০ সাল থেকে উয়ারী–বটেশ্বর নিয়ে লেখালেখি শুরু হয়। দীর্ঘদিন পর ২০০০ সাল থেকে উয়ারী–বটেশ্বর অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন ও গবেষণার কাজ শুরু হয়। প্রতি বছর খননের ফলে আবিষ্কৃত হচ্ছে অমূল্য প্রত্নবস্তু। যার মাধ্যমে সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর হচ্ছে বাংলাদেশের সভ্যতার ইতিহাস। উপরের আলোচনা থেকে সুনিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, চিত্রে প্রদর্শিত বস্তুগুলো উয়ারী–বটেশ্বরে গড়ে ওঠা সভ্যতার পরিচয় বহন করে।

চিত্রে প্রদর্শিত বস্তুগুলোই উক্ত নগর সভ্যতা অর্থাৎ উয়ারী বটেশ্বর নগর সভ্যতার একমাত্র নিদর্শন নয়। এছাড়াও আরো অনেক নিদর্শন পাওয়া গেছে। যেমন : ধাতব অলংকার, স্বল্প–মূল্যবান ইট–নির্মিত স্থাপত্য, দুর্গ প্রভৃতি একটি সমৃদ্ধ সভ্যতার পরিচয় বহন করে। এছাড়াও ছাপাঙ্কিত রৌপ্যমুদ্রা এবং নয়নাভিরাম বাটখারা বাণিজ্যের পরিচয় বহন করে। উয়ারী–বটেশ্বর ছিল একটি নদীবন্দর। এটি ছিল অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন্দ্র। এখানে রোলেটেড মৃৎপাত্র ও স্যান্ডউইচ কাচের পুঁতি আবিষ্কৃত হয়। যা উয়ারী–বটেশ্বরকে ভূমধ্যসাগর এলাকার সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করে। আবার নবযুক্ত হাইটিন ব্রোঞ্জ নির্মিত পাত্র দক্ষিণ–পূর্ব এশিয়ার সাথে উয়ারী–বটেশ্বরের বাণিজ্যিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে। এছাড়াও উয়ারী–বটেশ্বরে আবিষ্কৃত হয়েছে বাংলাদেশের প্রাচীনতম চিত্রশিল্প। আবিষ্কৃত মৃৎপাত্র, পাথর ও কাচের পুঁতিতে এসব চিত্রশিল্প ফুটে উঠেছে। এটি উন্নত শিল্পবোধ ও দর্শনের উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। অতএব, উপরের আলোচনা থেকে একথা স্পষ্টভাবে বলা যায় যে, চিত্রে প্রদর্শিত বস্তুগুলোই উয়ারী–বটেশ্বর সভ্যতার একমাত্র নিদর্শন নয়। এখানে আরো নানারকম সভ্যতার নিদর্শন রয়েছে।

মহাস্থানগড় (পুণ্ড্রনগর)

শিহাব তার বার্ষিক পরীক্ষা শেষে পরিবারের সবার সাথে বগুড়ার একটি ঐতিহাসিক স্থানে যায়। তারা সেখানে অতীতে ধ্বংস হওয়া এক নগর সভ্যতা দেখতে পায়। শিহাবের বাবা তাকে বললেন, এই নগর সভ্যতাটি ছিল ধন–সম্পদে পরিপূর্ণ একটি নগর। কালের পরিক্রমায় এ নগর সভ্যতা ধ্বংস হয়ে মাটির নিচে চাপা পড়ে ঢিপি ও জঙ্গলে পরিণত হয়। প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কাজ শুরু করার পর আবিষ্কৃত হতে থাকে ইতিহাসের অনেক অজানা তথ্য।

ক. গ্রিসের রাষ্ট্রগুলোকে কী বলা হয়? ১

খ. এথেন্সে গণতন্ত্রের সূচনা হয় কীভাবে? ২

গ. উদ্দীপকে শিহাবের বাবা ধ্বংসপ্রাপ্ত কোন নগরের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন? নিরূপণ কর। ৩

ঘ. উক্ত ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরীতে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কাজ শুরু করার পর ইতিহাসের যেসব বিষয় আবিষ্কৃত হয়েছে তার মূল্যায়ন কর। ৪

গ্রিসের রাষ্ট্রগুলোকে বলা হয় নগররাষ্ট্র।

পৃথিবীতে প্রথম গণতন্ত্রের সূচনা হয় এথেন্সে। তবে প্রথম দিকে এখানে ছিল রাজতন্ত্র। খ্রিষ্টপূর্ব সপ্তম শতকে রাজতন্ত্রের পরিবর্তে এক ধরনের

অভিজাততন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে চূড়ান্ত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন পেরিক্লিস। তিনি নাগরিকদের সব ধরনের রাজনৈতিক দাবি-দাওয়া মেনে নেন এবং এথেন্স গণতন্ত্রের সূচনা করেন।

উদ্দীপকে শিহাবের বাবা ধ্বংসপ্রাপ্ত পুণ্ড্রনগরের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগে পুণ্ড্রনগর গড়ে ওঠে। এটি বগুড়া শহর থেকে ১৩ কিলোমিটার উত্তরে করতোয়া নদীর তীরে অবস্থিত। এই নগরটি ধন-সম্পদে পরিপূর্ণ ছিল। তাই এটি দুর্গপ্রাচীর ও পরিখা খনন দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। পুণ্ড্রনগর ছিল পুণ্ড্র রাজাদের রাজধানী শহর এবং এর বর্তমান নাম মহাস্থানগড়। কালক্রমে পুণ্ড্রনগর ধ্বংস হয়ে মাটির নিচে চাপা পড়ে। পরবর্তীতে প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে আবিষ্কৃত হয় রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ি, অলংকার, মুদ্রা, পোড়ামাটির শিল্পকর্ম, শিলালিপি প্রভৃতি। উদ্দীপকেও আমরা দেখতে পায় যে, শিহাব তার পরিবারের সাথে বগুড়ার একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত সভ্যতা কেন্দ্রে বেড়াতে যায়। শিহাবের বাবা বলেন, সেটি একটি সমৃদ্ধ নগর ছিল। কালের পরিক্রমায় এ নগর সভ্যতা ধ্বংস হয়ে ঢিপি ও জঙ্গলে পরিণত হয়। প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে এখান থেকে আবিষ্কৃত হতে থাকে প্রাচীন ইতিহাসের অনেক অজানা তথ্য। অতএব, উদ্দীপকে শিহাবের বাবার বর্ণনাকৃত ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরটি ছিল পুণ্ড্রনগর বা মহাস্থানগড়ের অনুরূপ।

উক্ত ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরী অর্থাৎ মহাস্থানগড়ের খননকাজ শুরু করার পর ইতিহাসের অনেক অজানা বিষয় আবিষ্কৃত হয়েছে যা অত্যন্ত মূল্যবান। প্রত্নতাত্ত্বিক আলেকজান্ডার কানিংহাম ১৮৭৯ সালে মহাস্থানগড় জরিপ করার পর তার রিপোর্ট অনুযায়ী প্রত্নতাত্ত্বিক খননকাজ শুরু হয়। মহাস্থানগড়ের ধ্বংসাবশেষগুলোর মধ্যে বৈরাগীর ভিটা, গোবিন্দ ভিটা, খোদাই পাথর ভিটা, পরশুরামের প্রাসাদ, শীলাদেবীর ঘাট প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। এছাড়াও আবিষ্কৃত হতে থাকে নগরের রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ি, অলংকার, মুদ্রা, পোড়ামাটির শিল্পকর্ম, শিলালিপি প্রভৃতি। এছাড়া সপ্তম শতকে চীনা পরিব্রাজক ও ধর্মযাজক হিউয়েন সাঙ পুণ্ড্রনগর এলাকায় ২০টি বৌদ্ধবিহার এবং ১০০টি ব্রাহ্মণ্য মন্দির আবিষ্কার করেছিলেন। পুণ্ড্রনগরের এসব আবিষ্কার অতীত ইতিহাসের সাক্ষী। আবিষ্কৃত এসব প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আবিষ্কারের ফলে আমাদের দেশের অতীত কৃষ্টিকালচার, জীবনযাপন, শিক্ষাদীক্ষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি সম্পর্কে জানা যায়। এতে আধুনিক নগরসভ্যতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সহায়ক হয় এবং অর্থনীতি, শিক্ষাসহ যাবতীয় উন্নয়ন তরান্বিত হয়। এজন্য ইতিহাসের এসব আবিষ্কৃত বস্তু অত্যন্ত মূল্যবান। পরিশেষে বলা যায় যে, উপরের আলোচনায় আবিষ্কৃত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহের মাধ্যমে ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরী তথা মহাস্থানগড় ইতিহাসের একটি সমৃদ্ধ সভ্যতার মর্যাদা লাভ করে।

মিশরীয় সভ্যতা

শ্রেণিশিক্ষক লায়লা প্রাচীন সভ্যতায় আবিষ্কৃত স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শনের একটি তালিকা তৈরি করতে বলে। তপন নামের এক ছাত্র নিচের তালিকাটি তৈরি করে জমা দেয়।

১. পিরামিড
২. মমি
৩. হায়রোগ্লিফিক

ক. সর্বপ্রথম একেশ্বরবাদী ধর্ম প্রচার করেছিলেন কে? ১

খ. পারসীয় সভ্যতার বিকাশে সম্রাট প্রথম দারিয়ুসের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে তপনের তৈরিকৃত তালিকাটি কোন সভ্যতার পরিচয় বহন করে তা বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উক্ত সভ্যতার অবদানের ক্ষেত্রে তপনের তৈরিকৃত তালিকাটি কতটুকু যথার্থ? তোমার মতামতের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

১

পারস্যের ধর্ম প্রচারক জরাস্ট্রার সর্ব প্রথম একেশ্বরবাদী ধর্ম প্রচার করেছিলেন।

পারসীয় সভ্যতার বিকাশে সম্রাট প্রথম দারিয়ুস সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। তিনি বিভিন্ন দেশ জয় করে পারসীয় রাজ্যকে সাম্রাজ্যে পরিণত করেছিলেন। এই বিশাল সাম্রাজ্য ঠিকমতো পরিচালনার জন্য দারিয়ুস গোটা সাম্রাজ্যকে ২১টি প্রদেশে ভাগ করেছিলেন। প্রতিটি প্রদেশের সাথে যোগাযোগ রাখার জন্য তিনি সড়ক ও ডাক ব্যবস্থা চালু করেছিলেন। এছাড়াও তার সময় পারসীয় সভ্যতায় চমৎকার স্থাপত্য ও মূর্তি তৈরি হয়েছিল।

উদ্দীপকে তপনের তৈরিকৃত তালিকাটি মিশরীয় সভ্যতার পরিচয় বহন করে। মিশরীয় সভ্যতা আজ থেকে প্রায় ৫০০০ বছর আগে গড়ে উঠেছিল। এ সভ্যতাটি মিশরের নীলনদের তীরে অবস্থিত। সে সময় মিশরের রাজাদের বলা হতো ফারাও। দেশবাসী ফারাওকে খুব শ্রদ্ধা করত। এ কারণে মিশরীয়রা ফারাওদের মৃতদেহ সংরক্ষণ করত। ফারাওদের মৃতদেহ সংরক্ষণ করতে গিয়েই মিশরের বিজ্ঞানীরা মমি তৈরির কৌশল উদ্ভাবন করে। আর মৃতদেহ যত্ন করে সংরক্ষণ করতে গিয়ে তৈরি করা শেখে বিশাল পিরামিড। তাছাড়া মিশরীয়রা ছবির মতো দেখতে এক ধরনের লিপির উদ্ভাবন করতে পেরেছিল। একে বলা হয় হায়রোগ্লিফিক লিপি। উদ্দীপকেও লক্ষ করা যায় যে, শ্রেণিকক্ষে তপন নামের এক ছাত্র একটি প্রাচীন সভ্যতায় আবিষ্কৃত স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শনসমূহের একটি তালিকা তৈরি করে, যেটি মিশরীয় সভ্যতার স্থাপত্য নিদর্শনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

উক্ত সভ্যতা অর্থাৎ মিশরীয় সভ্যতার অবদানের ক্ষেত্রে তপনের তৈরিকৃত তালিকাটি যথার্থ নয়। এছাড়াও আরো অনেক ক্ষেত্রে মিশরীয়দের অবদান রয়েছে। সে সময় চিত্রকলায় মিশরীয়দের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। মূলত মিশরীয়রাই চিত্রশিল্পের সূচনা করে। মিশরীয়রা কারু শিল্পেও দক্ষতা অর্জন করেছিল। তাছাড়া প্রাচীন মিশরীয়দের মতো আর কোনো সভ্যতা ভাস্কর্য শিল্পে অসাধারণ প্রতিভার ছাপ রাখতে পারেনি। মিশরীয়দের সবচেয়ে প্রধান আবিষ্কার হলো ২৪টি বর্ণমালার আবিষ্কার। বিজ্ঞান, চিকিৎসাশাস্ত্র এবং দর্শনেও মিশরীয়দের সমান অবদান ছিল। তারাই অংকশাস্ত্রের দুটি শাখা জ্যামিতি ও পাটিগণিতের প্রচলন করে। খ্রিস্টপূর্ব ৪২০০ অব্দে তারা পৃথিবীতে প্রথম সৌর পঞ্জিকা আবিষ্কার করে। এছাড়াও সময় নির্ধারণের জন্য সূর্য ঘড়ি, ছায়াঘড়ি, জলঘড়ি তারাই আবিষ্কার করে। পরিশেষে বলা যায় যে, মিশরীয় সভ্যতার অবদানের ক্ষেত্রে তপনের তৈরিকৃত তালিকাটি যথার্থ ছিল না। তালিকায় উল্লিখিত বিষয় ছাড়াও আরো অনেক ক্ষেত্রে মিশরীয় সভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল।

২ গ্রিক ও রোমান সভ্যতা

কালাম তার বন্ধু জালালের সাথে গণতন্ত্র নিয়ে কথা বলছিল। কালাম বলল, গণতন্ত্র আধুনিককালের নয়। প্রাচীন এক নগর সভ্যতায় সর্বপ্রথম এর যাত্রা শুরু হয়েছিল। জালাল বলল, এ সভ্যতার কাছাকাছি সময়ে রোমেও নগর সভ্যতার বিকাশ ঘটে। [যাত্রাবাড়ী আইডিয়াল স্কুল]

ক. পারসীয় সভ্যতার বিকাশে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রেখেছিলেন কে? ১

খ. চীন সভ্যতার পরিচয় দাও। ২

গ. উদ্দীপকে কালাম কোন ধরনের সভ্যতার কথা বলেছে? নিরূপণ কর। ৩

ঘ. জালালের বলা নগর সভ্যতার বিকাশ সম্পর্কে তোমার মতামত বিশ্লেষণ কর। ৪

২

পারসীয় সভ্যতার বিকাশে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রেখেছিলেন সম্রাট প্রথম দারিয়ুস।

২০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে হোয়াংহো ও ইয়াংসিকিয়াং নদীর তীরে চীন সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। এই সভ্যতার বিকাশ ঘটাতে চীনের কয়েকটি রাজবংশ বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল। চীনারা একটি শক্তিশালী কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল। এছাড়াও তারা ব্রোঞ্জ দিয়ে নানা ধরনের শিল্পকর্ম ও মূর্তি তৈরিতে দক্ষ ছিল। চীনের সবচেয়ে বিস্ময়ের হচ্ছে চীন রাজাদের তৈরিকৃত মহাপ্রাচীর।

উদ্দীপকে কালাম গ্রিক সভ্যতার কথা বলেছে। গ্রিক সভ্যতা প্রাচীন নগর সভ্যতাগুলোর মধ্যে অন্যতম। এই সভ্যতার অধিবাসীরা ছিল সমৃদ্ধশালী এক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অধিকারী। আর এই সংস্কৃতির নাম হচ্ছে হেলেনীয় সংস্কৃতি। প্রাচীন গ্রিসে প্রথম গণতন্ত্রের সূচনা হয়। এছাড়াও সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান ও ভূগোল গ্রিক সভ্যতার অধিবাসীদের অসামান্য অবদান রয়েছে। পৃথিবীর মানচিত্র পথম অংকন করেছিল গ্রিকরা। সাহিত্যের প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাদের অবদান রয়েছে। দার্শনিক চিন্তার ক্ষেত্রেও গ্রিসে অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছিল। উদ্দীপকেও দেখা যায় কালাম তার বন্ধুর সাথে গণতন্ত্র নিয়ে আলোচনা করছিল। কালাম বলে, গণতন্ত্র প্রাচীন এক নগর সভ্যতার মাধ্যমে যাত্রা শুরু করে। অতএব, উদ্দীপকে কালামের বলা নগর সভ্যতার সাথে গ্রিক সভ্যতার যথেষ্ট মিল রয়েছে।

উদ্দীপকে জালালের বলা নগর সভ্যতাটি ছিল রোমান সভ্যতা। জালাল রোমান সভ্যতার বিকাশের কথা বলেছিল। রোমান সভ্যতার প্রধান কাজ কৃষি হলেও এটি ছিল মূলত বাণিজ্য নির্ভর। রোমানরা ছিল যোদ্ধা জাতি। নানা দেশ জয় করে তারা এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। জুলিয়াস সিজার, অগাস্টাস সিজারের মতো এমন সব বিখ্যাত সম্রাট রোমে তাদের সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। রোমানরা পাথর ও ইট দিয়ে ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, ধর্মমন্দির ইত্যাদি নির্মাণ করে সভ্যতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পাথরের মূর্তি তৈরিতেও রোমানরা সবচেয়ে বেশি খ্যাতি লাভ করে। এছাড়াও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে রোমান বিজ্ঞানীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। পরিশেষে বলা যায় যে, উদ্দীপকে জালালের বলা নগর সভ্যতা অর্থাৎ রোমান সভ্যতা গ্রিসে সভ্যতা গড়ে ওঠার কাছাকাছি সময়ে ব্যাপকভাবে বিকাশ লাভ করে।

■ অনুশীলনের জন্য সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক (উত্তরসংকেতসহ)

১ মেসোপটেমীয় ও পারসীয় সভ্যতা

১.	কিউনিফর্ম
২.	জিগুরাত
৩.	শূন্য উদ্যান

চার্ট–১

১.	দারিয়ুস
২.	জরাস্ট্রার

চার্ট–২

ক. কোন দেশটিকে প্রাচীনকালে পারস্য বলা হতো? ১

খ. মেসোপটেমীয় সভ্যতার উৎপত্তি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. চার্ট–১ কোন সভ্যতাকে নির্দেশ করে? নিরূপণ কর। ৩

ঘ. চার্ট–২ এর ব্যক্তিদ্বয়ই পারসীয় সভ্যতায় সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছিলেন– বিশ্লেষণ কর। ৪

১

ইরানকে প্রাচীনকালে পারস্য বলা হতো।

ইরাকের টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর তীরে মেসোপটেমীয় সভ্যতার জন্ম। 'মেসোপটেমীয়' শব্দের অর্থ হচ্ছে দুই নদীর মধ্যবর্তী ভূমি। এই অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে বেশ কয়েকটি সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। এগুলো হলো সুমেরীয় সভ্যতা, ব্যাবিলনীয় সভ্যতা, ক্যালডীয় সভ্যতা ইত্যাদি। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন সভ্যতা হচ্ছে সুমেরীয় সভ্যতা।

***X-clusive লিংক** : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দক্ষতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–*

মেসোপটেমীয় সভ্যতার পরিচয় দাও।

পারসীয় সভ্যতার বিকাশে দারিয়ুস ও জরাস্ট্রার এর অবদান মূল্যায়ন কর।

২ উয়ারী–বটেশ্বর ও মহাস্থানগড় (পুন্ড্রনগর)

রিয়াদ তার বন্ধুদের নিয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থান পরিভ্রমণ করেন। তারা নরসিংদীর উয়ারী–বটেশ্বর নামে দুটি গ্রামে যান। তারপর তারা বগুড়া শহর থেকে ১৩ কিলোমিটার উত্তরে করতোয়া নদীর তীরে গড়ে ওঠা একটি প্রাচীন ধ্বংসপ্রাপ্ত নগর সভ্যতা দেখতে যান।

ক. প্রত্নতাত্ত্বিক আলেকজান্ডার কানিংহাম কত সালে মহাস্থানগড়ে জরিপ চালান? ১

খ. মহাস্থানগড়ে খনন কাজ করার পর কী কী আবিষ্কৃত হয়? ২

গ. রিয়াদ উয়ারী–বটেশ্বর এবং বগুড়ায় যা দেখতে পান সে সম্পর্কে বর্ণনা কর। ৩

ঘ. রিয়াদের দেখা নিদর্শন কি বাংলায় এ সম্পর্কিত একমাত্র নিদর্শন? মতামত দাও। ৪

প্রত্নতাত্ত্বিক আলেকজান্ডার কানিংহাম ১৮৭৯ সালে মহাস্থানগড়ে জরিপ চালান।

১৮৭৯ সালে মহাস্থানগড়ে জরিপ করে অনুমান করা হয় যে এখানকার মাটির নিচে লুকিয়ে আছে বিখ্যাত পুন্ড্রনগরের ধ্বংসাবশেষ। শুরু হয় প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কাজ। আবিষ্কৃত হতে থাকে নগরের রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ি, অলংকার, মুদ্রা, পোড়ামাটির শিল্পকর্ম, লিপি প্রভৃতি।

***X-clusive লিংক** : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দক্ষতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–*

উয়ারী–বটেশ্বর ও বগুড়ার প্রাচীন স্থাপত্যের নিদর্শন সম্পর্কে বর্ণনা কর।

উয়ারী–বটেশ্বর ও বগুড়ার প্রাচীন স্থাপত্যের নিদর্শন ছাড়া বাংলায় আর যেসব স্থানে এরূপ নিদর্শন আছে তার একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

■ জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ ভারত উপমহাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন সভ্যতা কোনটি?

উত্তর : ভারত উপমহাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন সভ্যতা হলো সিন্ধু সভ্যতা।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ সিন্ধু সভ্যতা কত সালে গড়ে উঠেছিল?

উত্তর : সিন্ধু সভ্যতা ৩০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে গড়ে উঠেছিল।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ সিন্ধু সভ্যতার দুটি নগর চিহ্নিত কর।

উত্তর : সিন্ধু সভ্যতার দুটি নগরের একটি হরপ্পা আর অন্যটি মহেঞ্জোদারো।

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ নগরের একতলা–দোতলা ঘরবাড়ি কীভাবে তৈরি ছিল?

উত্তর : নগরের একতলা–দোতলা ঘরবাড়িগুলো পরিকল্পিতভাবে তৈরি ছিল।

প্রশ্ন ॥ ৫ ॥ সিন্ধু সভ্যতার কোন জিনিসগুলো খুবই আকর্ষণীয় ছিল?

উত্তর : সিন্ধু সভ্যতার পাথরের বাটখারা ও পুঁতিগুলো খুবই আকর্ষণীয় ছিল।

প্রশ্ন ॥ ৬ ॥ সিন্ধু সভ্যতা কখন ধ্বংস হয়?

উত্তর : সিন্ধু সভ্যতা ১৭০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ধ্বংস হয়ে যায়।

প্রশ্ন ॥ ৭ ॥ বাংলাদেশের সবচেয়ে পুরনো নগর সভ্যতার নিদর্শন কোথায় পাওয়া গেছে?

উত্তর : বাংলাদেশের সবচেয়ে পুরনো নগর সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে মহাস্থানগড় ও উয়ারী–বটেশ্বরে।

প্রশ্ন ॥ ৮ ॥ কী কারণে উয়ারী–বটেশ্বর অঞ্চলে ভূমির মাটি ওলট–পালট হয়?

উত্তর : জাম চাষ, গর্ত খনন প্রভৃতি গৃহস্থালী কাজে উয়ারী–বটেশ্বর অঞ্চলে ভূমির মাটি ওলট–পালট হয়।

প্রশ্ন ॥ ৯ ॥ কত সালে উয়ারী–বটেশ্বর অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন ও গবেষণা শুরু হয়?

উত্তর : ২০০০ সাল থেকে উয়ারী–বটেশ্বর অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন ও গবেষণা শুরু হয়।

প্রশ্ন ॥ ১০ ॥ ছাপাঙ্কিত রৌপ্যমুদ্রা এবং নয়নাভিরাম বাটখারা কীসের পরিচায়ক?

উত্তর : ছাপাঙ্কিত রৌপ্যমুদ্রা এবং নয়নাভিরাম বাটখারা বাণিজ্যের পরিচায়ক।

প্রশ্ন ॥ ১১ ॥ এশিয়ার কোন অংশের সাথে উয়ারী–বটেশ্বরের বাণিজ্যিক সম্পর্কের প্রমাণ পাওয়া যায়?

উত্তর : দক্ষিণ–পূর্ব এশিয়ার সাথে উয়ারী–বটেশ্বরের বাণিজ্যিক সম্পর্কের প্রমাণ পাওয়া যায়।

প্রশ্ন ॥ ১২ ॥ বগুড়া শহর থেকে মহাস্থানগড়ের দূরত্ব কত কিলোমিটার?

উত্তর : বগুড়া শহর থেকে মহাস্থানগড়ের দূরত্ব ১৩ কিলোমিটার।

প্রশ্ন ॥ ১৩ ॥ মহাস্থানগড় বগুড়া শহরের কোন দিকে অবস্থিত?

উত্তর : মহাস্থানগড় বগুড়া শহরের উত্তর দিকে অবস্থিত।

প্রশ্ন ॥ ১৪ ॥ কত সালে মহাস্থানগড়ে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কাজ শুরু হয়?

উত্তর : ১৮৭৯ সালে মহাস্থানগড়ে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কাজ শুরু হয়।

প্রশ্ন ॥ ১৫ ॥ পুণ্ড্রনগর এলাকায় ঘনবসতি ছিল কী কারণে?

উত্তর : উর্বর ভূমি ও করতোয়া নদীর মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে পুণ্ড্রনগর এলাকায় ঘনবসতি ছিল।

প্রশ্ন ॥ ১৬ ॥ প্রাচীন বিশ্বসভ্যতাসমূহ প্রধানত কোথায় গড়ে উঠেছিল?

উত্তর : প্রাচীন বিশ্বসভ্যতাসমূহ প্রধানত এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশে গড়ে উঠেছিল।

প্রশ্ন ॥ ১৭ ॥ মিশরীয় সভ্যতা কোথায় গড়ে উঠেছিল?

উত্তর : মিশরের নীলনদের তীরে মিশরীয় সভ্যতা গড়ে উঠেছিল।

প্রশ্ন ॥ ১৮ ॥ মিশরের রাজাদের কী বলা হতো?

উত্তর : মিশরের রাজাদের বলা হতো ফারাও।

প্রশ্ন ॥ ১৯ ॥ মিশরীয়রা কোন লিপির উদ্ভাবন করেন?

উত্তর : মিশরীয়রা হায়রোগ্লিফিক লিপির উদ্ভাবন করেন।

প্রশ্ন ॥ ২০ ॥ কোন নদীর তীরে মেসোপটেমায় সভ্যতা গড়ে উঠেছিল?

উত্তর : ইরাকের টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর তীরে মেসোপটেমায় সভ্যতা গড়ে উঠেছিল?

প্রশ্ন ॥ ২১ ॥ সবচেয়ে প্রাচীন সভ্যতা কোনটি?

উত্তর : সবচেয়ে প্রাচীন সভ্যতা হলো সুমেরীয় সভ্যতা।

প্রশ্ন ॥ ২২ ॥ চীন সভ্যতা কোথায় গড়ে উঠেছিল?

উত্তর : হোয়াংহো ও ইয়াংসিকিয়াং নদীর তীরে চীন সভ্যতা গড়ে উঠেছিল।

প্রশ্ন ॥ ২৩ ॥ পারসীয় সভ্যতার বিকাশে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রেখেছিলেন কে?

উত্তর : পারসীয় সভ্যতার বিকাশে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রেখেছিলেন সম্রাট প্রথম দারিয়ুস।

প্রশ্ন ॥ ২৪ ॥ সর্বপ্রথম একেশ্বরবাদী ধর্ম প্রচার করেছিলেন কে?

উত্তর : পারস্যের ধর্ম প্রচারক জরাস্ট্রার সর্বপ্রথম একেশ্বরবাদী ধর্ম প্রচার করেছিলেন।

প্রশ্ন ॥ ২৫ ॥ গ্রিসের রাষ্ট্রগুলোকে কী বলা হয়?

উত্তর : গ্রিসের রাষ্ট্রগুলোকে বলা হয় নগররাষ্ট্র।

প্রশ্ন ॥ ২৬ ॥ গ্রিসের দুটি গুরুত্বপূর্ণ নগররাষ্ট্রের নাম কী ছিল?

উত্তর : গ্রিসের দুটি গুরুত্বপূর্ণ নগররাষ্ট্রের নাম হলো এথেন্স ও স্পার্টা।

প্রশ্ন ॥ ২৭ ॥ রোমান সভ্যতা কীসের ওপর নির্ভরশীল ছিল?

উত্তর : রোমান সভ্যতা বাণিজ্যের ওপর নির্ভরশীল ছিল।

■ অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ সিন্ধু সভ্যতার সময়কাল উল্লেখ কর।

উত্তর : সিন্ধু সভ্যতার সময়কাল সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কারো কারো মতে এটি মিশরীয় সভ্যতার সমসাময়িক ছিল। পন্ডিতগণের মতে খ্রিস্টপূর্ব ৩৫০০ অব্দ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ অব্দ পর্যন্ত এ সভ্যতার উত্থান-পতনকাল। মার্টিমার হুইলার মনে করেন এই সভ্যতার সময়কাল হচ্ছে খ্রিস্টপূর্ব ২৫০০ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ অব্দ পর্যন্ত।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ সিন্ধু সভ্যতাকে নগর সভ্যতা বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : সিন্ধু সভ্যতায় পরিকল্পিত ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। এ সভ্যতার ঘরবাড়ি সবই পোড়ামাটির বা রোদে পোড়ানো ইট দিয়ে তৈরি। নগরীর ভেতর দিয়ে সোজা পাকা রাস্তা ছিল এবং রাস্তা-ঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা হতো। পথের ধারে ছিল সারিবদ্ধ ল্যাম্পপোস্ট। প্রত্যেকটি বাড়িতে খোলা জায়গা, কূপ ও স্নানাগার ছিল এবং পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা ছিল। আর এসব কারণেই সিন্ধু সভ্যতাকে নগর সভ্যতা বলা হয়।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ সিন্ধু সভ্যতার নগর বিন্যাস কেমন ছিল?

উত্তর : সিন্ধু সভ্যতার নগর বিন্যাস যে পরিকল্পনা অনুযায়ী করা হয়েছিল, তা এগুলোর ধ্বংসাবশেষ হতে বুঝা যায়। এ শহরগুলো উঁচু ভীতের উপর নির্মাণ করা হয়েছিল। একপাশে একটি নগর দুর্গ নির্মাণ করা হয়েছিল। চারদিক ছিল প্রাচীর দ্বারা সংরক্ষিত। নগরীর মধ্যে সোজা রাস্তা ছিল। নগরব্যবস্থার পর শিল্পাঞ্চলের বিকাশ সিন্ধু সভ্যতার উন্নত নগর বিন্যাসের পরিচয় দেয়।

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ উয়ারী-বটেশ্বরের পরিচয় দাও।

উত্তর : উয়ারী-বটেশ্বর নরসিংদী জেলায় অবস্থিত। এটি বেলার উপজেলার দুইটি গ্রামের বর্তমান নাম। উয়ারী-বটেশ্বর প্রাচীন ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে অবস্থিত। এখানে আড়াই হাজার বছর আগে নগর সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। এটি ছিল সেই নগর সভ্যতার নগর কেন্দ্র।

প্রশ্ন ॥ ৫ ॥ উয়ারী-বটেশ্বর কীভাবে একটি সমৃদ্ধ সভ্যতার পরিচয় বহন করে? ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : আড়াই হাজার বছর আগে গড়ে ওঠা নগর সভ্যতা একদিন ধ্বংস হয়ে মাটির নিচে চাপা পড়ে। দীর্ঘদিন পর ২০০০ সাল থেকে উয়ারী-বটেশ্বর অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন ও গবেষণা শুরু হয়। প্রতি বছর উক্ত খননে অমূল্য প্রত্নবস্তু আবিষ্কৃত হচ্ছে। ফলে সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর হচ্ছে বাংলাদেশের সভ্যতার ইতিহাস। উয়ারী-বটেশ্বরে আবিষ্কৃত ধাতব অলংকার, স্বল্প-মূল্যবান পাথর ও কাচের পুঁতি, ইট নির্মিত স্থাপত্য, দুর্গ প্রভৃতির মাধ্যমে এটি একটি সমৃদ্ধ সভ্যতার পরিচয় বহন করে।

প্রশ্ন ॥ ৬ ॥ মহাস্থানগড়ের পরিচয় দাও।

উত্তর : আজ থেকে ২৪০০ বছর আগে মহাস্থানগড় গড়ে উঠেছিল। এটি বগুড়া শহর থেকে ১৩ কিলোমিটার উত্তরে করতোয়া নদীর তীরে অবস্থিত।

সে সময় নগরটি ছিল ধন-সম্পদে পরিপূর্ণ। তাই এটি দুর্গপ্রাচীর ও পরিখা দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। মহাস্থানগড় হচ্ছে সবচেয়ে প্রাচীন স্থাপত্য নিদর্শন।

প্রশ্ন ॥ ৭ ॥ পুণ্ড্রনগরকে একটি সমৃদ্ধ নগর বলা হতো কেন?

উত্তর : পুণ্ড্রনগর ছিল পুণ্ড্রবর্ধনের রাজধানী শহর। পুণ্ড্রনগরের সঙ্গে বাণিজ্যিক কারণে ভারত উপমহাদেশের অনেক নগর-বন্দরের যোগাযোগ ছিল। ফলে এখানে বহু বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক লেনদেনও ঘটেছিল। উর্বর ভূমি ও করতোয়া নদীর মাধ্যমে যোগাযোগের ফলে পুণ্ড্রনগর এলাকায় ঘনবসতি গড়ে ওঠে। এ কারণে পুণ্ড্রনগরকে একটি সমৃদ্ধ নগর বলা হতো।

প্রশ্ন ॥ ৮ ॥ মিশরকে নীলনদের দান বলা হয় কেন?

উত্তর : নীলনদ না থাকলে মিশর মরুভূমিতে পরিণত হতো। প্রাচীনকালে প্রতি বছর নীলনদে বন্যা হতো। বন্যার পর পানি সরে গেলে দুই তীরে পলিমাটি পড়ে জমি উর্বর হয়ে যেত। জমে থাকা পলিমাটিতে জন্মাতে নানা ধরনের ফসল। প্রচীনকালে মানুষ এর দু'পাশে বসবাস করত এবং এ সময় মিশরীয়দের নীলনদের পানিই একমাত্র ভরসা ছিল। এজন্য মিশরকে নীলনদের দান বলা হয়।

প্রশ্ন ॥ ৯ ॥ প্রাচীন বিশ্ব সভ্যতায় মিশরীয়রা ভাস্কর্য শিল্পে কেমন ভূমিকা রেখেছিল?

উত্তর : প্রাচীন বিশ্ব সভ্যতায় মিশরীয়দের মতো ভাস্কর্য শিল্পে অসাধারণ প্রতিভার ছাপ অন্য কোনো সভ্যতা রাখতে পারেনি। ব্যাপকতা, বৈচিত্র্য ও ধর্মীয় ভাবধারায় প্রভাবিত বিশাল আকারের পাথরের মূর্তিগুলো ভাস্কর্য শিল্পে তাদের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ বহন করে। প্রতিটি ভাস্কর্য ধর্মীয় ভাবধারায় প্রভাবিত ছিল। যেমন : গির্জার অতুলনীয় স্ফিংক্স, পিরামিড, সমাধি সৌধ, মন্দির প্রভৃতি।

প্রশ্ন ॥ ১০ ॥ মিশরীয়রা পিরামিড তৈরি করেছিল কেন?

উত্তর : প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার স্থাপত্যশিল্প পিরামিড এখনো সগৌরবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। মিশরীয়রা মনে করত, মৃত ব্যক্তি আবার একদিন বেঁচে উঠবে। সে কারণে দেহকে তাজা রাখার জন্য তারা মমি করে রাখত। এই চিন্তা থেকে তারা মমিকে রক্ষার জন্য পিরামিড তৈরি করেছিল।

প্রশ্ন ॥ ১১ ॥ রোমান সভ্যতার উদ্ভব ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : গ্রিসের সভ্যতার অবসানের আগেই ইতালিতে টাইবার নদীর তীরে একটি বিশাল সাম্রাজ্য ও সভ্যতা গড়ে ওঠে। রোমকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা এই সভ্যতা 'রোমীয় সভ্যতা' নামে পরিচিত। প্রথম দিকে রোম একজন রাজার শাসনাধীন ছিল। রাজা স্বৈরাচারী হয়ে উঠলে তাকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে খ্রিস্টপূর্ব ৫১০ অব্দে রোমে একটি প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। রোমান সভ্যতা প্রায় ছয়শত বছর স্থায়ী হয়েছিল।